



159304 - যবে ব্যক্তি প্রথম হালালের পর তাওয়াফে ইফায়ার আগে স্ত্রীর সাথে সহবাস করছে

প্রশ্ন

এক হজ্জ আদায়কারী জমরায় আকাবাত কংকর নক্ষিপে করা, মাথা মুণ্ডন করা ও ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার পর; কিন্তু তাওয়াফে ইফায়ার আগে নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়েছে। এ ব্যক্তির হজ্জ কিসহি? তাকে কি দম (পশু জবাই) দিতে হবে? যদি তার উপর ফদিয়া ওয়াজবি হয় তাহলে সটো কিতাকে মক্কাতহেই জবাই দিতে হবে; নাকি যবে কোন স্থানে, যবে কোন সময় জবাই দেওয়া যাবে? আশা করি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পরিস্কার করবনে। আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতদিন দিনি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যবে ব্যক্তি প্রথম হালালের পর, তাওয়াফে ইফায়ার আগে স্ত্রী সহবাস করছে এর মাধ্যমে তার হজ্জ নষ্ট হবে না। কিন্তু, এর মাধ্যমে সে ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হয়েছে; তার উপর তওবা করা ও এ পাপ ইস্তিগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) করা আবশ্যিক। সে হারাম এলাকার বাহিরে গিয়ে সেখান থেকে নতুনভাবে ইহরাম বঁধে এসে তাওয়াফে ইফায়া করবে। অনুরূপভাবে তার উপর একটি ভেড়া/ছাগল জবাই করে সটো হারামের গরীব লোকদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া আবশ্যিক; জবাইকৃত পশুর গণেশত থেকে সে ব্যক্তি নিজের খতে পারবে না।

তার স্ত্রীও যদি তার সাথে ইহরাম অবস্থায় থাকে এবং সহবাসের ক্ষেত্রে অনুগত থাকে তাহলে তার উপরেও অনুরূপ বিষয়গুলো আবশ্যিক হবে। যদি স্বামী তার সাথে জবরদস্তি করে থাকে তাহলে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না।

"আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া" গ্রন্থে (২/১৯২) এসছে যবে:

"আলমেগণ একমত হয়েনে যবে, প্রথম হালালের পর সহবাস করলে হজ্জ নষ্ট হবে না।... তবে এর প্রতিকার কী এ ব্যাপারে মতভেদে রয়েছে। হানাফী, শাফয়েি ও হাম্বলী মাযহাবের আলমেদের মতে, তার উপর একটি ভেড়া/ছাগল জবাই করা আবশ্যিক। তারা এর পক্ষযে দলিল দিতে গিয়ে বলেন: 'যহেতে স্ত্রী-সহবাস ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে বৈধতা অর্জতি হওয়ার কারণে এর অপরাধের মাত্রা হালকা'।

ইমাম মালকে বলেন; এবং এটি শাফয়েি ও হাম্বলীদেরও একটি উক্তি যবে: তার উপর একটি উট জবাই করা ওয়াজবি। 'আল-



বাজী' এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করে যেন, যহেতু ইহরামের উপর এর অপরাধের মাত্রা জঘন্য।

যে ব্যক্তি প্রথম হালালের পর ও তাওয়াফে ইফায়ার আগে এই গুনাহতে লিপ্ত হয়েছেন ইমাম মালিকে ও হাম্বলী মাযহাবের আলমেগণ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর উক্তির ভিত্তিতে তার উপর 'হারাম এলাকা থেকে বেরিয়ে গিয়ে হালাল এলাকা থেকে ইহরাম বঁধে এসে উমরা করা ওয়াজবি বলছেন'...। তবে হানাফী ও শাফয়ী মাযহাবের আলমেগণ সটোকো ওয়াজবি বলেননি।"[সমাপ্ত]

শাইখ মুহাম্মদ বনি ইব্রাহিম (রহঃ) বলেন:

"হালাল হওয়ার পর সহবাস করলে হজ্জ নষ্ট হবে না; সটো ইফরাদ হজ্জ হোক কিংবা ক্বরান হজ্জ হোক। শুধু ইহরাম নষ্ট হবে। অর্থাৎ তার জন্য তাওয়াফে ইফায়া করা সহি হবে না; যদি না সে হারাম এরিয়া থেকে বেরিয়ে গিয়ে হালাল এলাকা থেকে ইহরাম বঁধে মক্কাত্তে প্রবেশ করে একটি শুদ্ধ ইহরামে তাওয়াফে ইফায়া পালন করেন; যে ইহরামের ক্ষত্রে হালাল এরিয়া ও হারাম এরিয়া দুটোর সমন্বয় করা হয়েছে।

তার উপর হারাম এলাকায় একটি ভিড়ো/ছাগল জবাই করে সটো মসিকীনদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া ওয়াজবি; সে ব্যক্তি নজি এর থেকে খতে পারবে না। এবং তার স্ত্রীর উপরও একটি ভিড়ো/ছাগল জবাই করা ওয়াজবি হবে; যদি স্ত্রী অনুগত হয়ে করে থাকে। আর যদি স্ত্রী জবরদস্তির শকার হয়ে করে থাকে তাহলে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে

না।"[সমাপ্ত][ফাতাওয়া ওয়া রাসায়লি মুহাম্মদ বনি ইব্রাহিম (৫/২০৩-২০৪)]

শাইখ বনি উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছে:

এক ব্যক্তি তাওয়াফে ইফায়ার আগে সহবাস করেছে; ইতিমধ্যে সে কংকর নক্ষিপে করেছে ও মাথা মুণ্ডন করেছে; তার উপর কী করা আবশ্যিক?

জবাবে তিনি বলেন: "একটি ফদিয়া জবাই করে সটো গরীবদের মাঝে বণ্টন করা...। হালাল এলাকা থেকে তাওয়াফ করার জন্য ইহরাম বঁধে আসা ছাড়া আর কিছু আবশ্যিক হবে না।"[সমাপ্ত][লিকাউল বাব আল-মাফতুহ (১৭/৯০)]

যদি ইহরাম নবায়ন করার জন্য হালাল এরিয়ায় না যায় সক্ষেত্রেও আমরা আশা করছি যে, তার তাওয়াফ সহি হবে। শাইখ বনি বায (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছে: এক লোক তাওয়াফে ইফায়া করেনি। সে তার দেশে ফিরে গেছে, স্ত্রী সহবাস করেছে; তার উপর কী বর্তাবে? জবাবে তিনি বলেন: তার উপর আল্লাহর কাছে তাওয়া করা ওয়াজবি। তার উপর একটি পশু জবাই করে মক্কার গরীবদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া ওয়াজবি। তার উপর ওয়াজবি মক্কায় ফিরে গিয়ে তাওয়াফে ইফায়া করা। কেননা তাওয়াফে ইফায়ার আগে স্ত্রী সহবাস করা নাজায়যে। এতে করে তার উপর একটি পশু জবাই করা ওয়াজবি। সঠিক মতানুযায়ী এ ক্ষত্রে একটি ভিড়ো/ছাগল জবাই করা যথেষ্ট কিংবা উট বা গরুর সাত ভাগে একভাগ।[সমাপ্ত][মাজমুউ



ফাতাওয়া বনি বায (১৭/১৮০)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।